সর্বকার্যে সফলতার সহজ সাধন স্নেহ

আজ বাবা বিশেষ ভাবে অত্যন্ত স্নেহের (মুরব্বি, অভিভাবক) বাচ্চাদের স্নেহের রিটার্ণ দিতে এসেছেন l মধুবনবাসীদের অক্লান্ত সেবার বিশেষ ফল দেওয়ার জন্যই শুধু মিলন উদযাপন করতে এসেছেন l এটা স্নেহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ l ব্রাহ্মণ পরিবারের বিশেষ ফাউন্ডেশন এই বিশেষ স্নেহ l বর্তমান সময়ে স্নেহই সেবার সর্বকার্যে সফলতার সহজ সাধন l যোগী জীবনের ফাউন্ডেশন তো বিশ্বাস, কিন্তু পরিবারের ফাউন্ডেশন স্নেহ এবং এই স্নেহই কারও হৃদয় তোমাদের কাছে নিয়ে আসে l বর্তমান সময়ে স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্সের সাথে স্নেহ আর সেবার ব্যালেন্স সফলতার সাধন l তা' দেশের সেবা হোক বা বিদেশের সেবা, দুইয়েরই সফলতার সাধন আধ্যাত্মিক স্নেহ l জ্ঞান আর যোগ শব্দ তো অনেকের থেকে শুনেছ, কিন্তু দৃষ্টি এবং শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের দ্বারা আত্মাদের স্নেহের অনুভূতি হওয়া - এটাই বিশেষত্ব এবং নতুনত্ব l আর আজকের বিশ্বের প্রয়োজন স্নেহ l কোনও আত্মা যতই অভিমানী হোক স্নেহ তাকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে l স্নেহের ভিখারীরা শান্তির ভিখারী, কিন্তু স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারাই শান্তির অনুভব তোমরা করাতে পার l সুতরাং স্নেহ স্বতঃই শান্তির অনুভব করায়, কারণ তখন তোমরা স্নেহে নিমজ্জিত থাক l এই কারণে অল্প সময়ের জন্য তোমরা নিজে থেকেই অশরীরি হয়ে যাও l সুতরাং অশরীরি হওয়ার কারণে শান্তির অনুভব সহজ হয় l বাবাও স্নেহেরই রেসপন্স দেন l রথ চললেও বা না চললেও বাবাকে স্নেহের প্রমাণ দিতেই হবে l বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও স্নেহের এই প্রত্যক্ষ ফল বাপদাদা দেখতে চান l কয়েকজন (গুলজার দাদী, জগদীশ ভাই এবং নির্বৈর ভাই) বিদেশ সেবা করে ফিরেছেন আর কেউ কেউ (দাদীজি এবং মোহিনী বোন) যাচ্ছেন l সেই আত্মাদেরও স্নেহের ফল প্রাপ্ত হচ্ছে l ড্রামা অনুসারে তোমরা ভাবো এক, হয় আরেক l তবুও ফলের প্রাপ্তি হয়েই যায়, সেইজন্য প্রোগ্রাম তৈরিও হয়ে যায় l সবাই তোমরা নিজের নিজের পার্ট খুব ভালো ভাবে পালন করে এসেছ l পূর্ব নির্দিষ্ট ড্রামা স্থিরীকৃত, সেইজন্য সহজে তোমরা রিটার্ণ প্রাপ্ত কর l বিদেশও অতি নিষ্ঠার সঙ্গে সেবাতে এগিয়ে যাচ্ছে l সর্বত্রই তাদের মধ্যে দুর্দান্ত মনোবল আর উদ্যম l সকলের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার সঙ্কল্প বাপদাদার কাছে পৌঁছাতে থাকে, কারণ তারাও বুঝতে পারে যে ভারতেও কত প্রয়োজন আছে, তবুও ভারতের স্নেহই তাদের সহযোগ দিচ্ছে l ভারতে সেবার জন্য সহযোগী পরিবারকে তারা হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানায় l দেশ যতই দূরের ততই তারা হৃদয় থেকে লালন-পালনের যোগ্য হওয়াতে কাছে, সেইজন্য বাপদাদা চতুর্দিকের বাচ্চাদের কৃতজ্ঞতার রিটার্ণে স্মরণ-স্নেহ আর ধন্যবাদ দিচ্ছেন l বাবাও তো তোমাদের গীত গেয়ে থাকেন, তাই না !

ভারতেও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তারা শান্তির জন্য পদযাত্রার ক্ষেত্রে খুব ভালো ভূমিকা (পার্ট) পালন করছে l চতুর্দিকে সেবার আড়ম্বর খুব সুন্দর l উৎসাহ-উদ্দীপনা তোমাদের ক্লান্তি ভুলিয়ে সফলতা প্রাপ্ত করাচ্ছে l চারিদিকে সেবার সাফল্য খুব ভালো l সেবার জন্য বাচ্চাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে বাপদাদাও খুশি হন l

(নাইরোবিতে পোপের সাথে জগদীশ ভাই সাক্ষাৎ করে এসেছেন)

পোপকেও তো দৃষ্টি দিয়েছ, তাই না ? এটাও তোমার জন্য ভি. আই. পি.-দের সেবায় সহজে সফল হওয়ার সাধন l যেমন ভারতে রাষ্ট্রপতি বিশেষভাবে এসেছেন l সুতরাং, তোমরা এখন বলতে পার যে ভারতেও ভি. আই. পি.রা এসেছেন l তেমনই বিশেষতঃ বিদেশে মুখ্য ধর্মের প্রভাবশালী নেতারা যদি তোমাদের নিকট-সম্পর্কে আসে, তখন যে কোনো কেউই সাহস রাখবে তোমাদের সম্পর্কে আসার যে তবে আমরাও যাই l সুতরাং, দেশেরও সেবার সাধন ভালো হয়েছে আর বিদেশেও সেবার সাধন ভালো হয়েছে l সেইজন্য সময় অনুসারে সেবাতে কাছাকাছি আসায় কোনও বাধা এলে, সেটাও সহজে সমাপ্ত হয়ে যাবে l অন্ততঃ প্রাইম মিনিস্টারের সাথে মিলিত হতে পেরেছ তো ! সুতরাং, দুনিয়ার লোকের জন্য এই এক্সাম্পলও সাহায্য করে l সকলের কোশ্চেন, 'আর কেউ এসেছে কিনা', এই কোশ্চেন এখন সমাপ্ত হয়ে যায় l সুতরাং, ড্রামা অনুসারে এটাও এই বছরে সেবাতে সহজ প্রত্যক্ষতার সাধন হয়েছে l তারা এখন কাছাকাছি আসছে l এদের তো শুধু নামই কাজ করবে l সুতরাং নামে যে কাজ হবে তার ভূমি প্রস্তুত হয়ে গেছে l তারা আওয়াজ ছড়িয়ে দেবে না l যারা আওয়াজ প্রসারিত করবে সেই মাইক অন্য l এরা মাইককে লাইট দেবে l কিন্তু তবুও ভূমি খুব ভালো প্রস্তুত হয়েছে l যারা বিদেশে আগে ভি. আই. পি.দের জন্য সেবা কঠিন মনে করত, এখন তারা চতুর্দিকে সহজ অনুভব করে, এই রেজাল্ট এখন ভালো l তাদের নামে যারা কাজ করবে তারা তৈরি হয়ে যাবে l এখন দেখো কে নিমিত্ত হয় ! ভূমি প্রস্তুত করতে তোমরা

সবাই সর্বত্র গেছ l বিভিন্ন দিকে তোমরা তোমাদের চরণস্পর্শে ভূমি তৈরি করেছ l এখন তাৎক্ষণিক ফল প্রত্যক্ষ রূপে কোথা থেকে বেরোবে, এখন সেই প্রস্তুতি চলছে l তোমাদের সবার রেজাল্ট ভালো l

পদযাত্রীও এক বল, এক ভরসায় এগিয়ে যাচ্ছে l আগে কঠিন লাগত l কিন্তু যখন তা' প্র্যাকটিক্যালি হয় তখন সহজ হয়ে যায় l সুতরাং দেশ-বিদেশ থেকে আগত সবাইকে এবং যারা সেবার নিমিত্ত হয়ে সেবা দ্বারা অনেককে বাপদাদার স্নেহী ও সহযোগী বানিয়ে এসেছে, তাদের সবাইকে বাবা স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন l সব বাচ্চার বরদান নিজের নিজের l ভারতে শান্তি-পদযাত্রায় যে বাচ্চারা চলেছে, বিদেশের চতুর্দিকে সেবার্থে নিমিত্ত হওয়া বাচ্চাদের এবং শ্রেষ্ঠ সেবার নিমিত্ত মধুবন নিবাসী বাচ্চাদের, সেইসঙ্গে শান্তি-পদযাত্রী বাচ্চাদের যে বাচ্চারা উৎসাহ-উদ্দীপনা দেওয়ার নিমিত্ত হয়েছে, চতুর্দিকের সেই সকল বাচ্চাদের বাবা বিশেষ স্মরণ-স্নেহ এবং সেবার সাফল্যের অভিনন্দন জানাচ্ছেন l প্রত্যেক স্থানে সকলেই পরিশ্রম করেছে, কিন্তু এরা সকলে বিশেষ কার্যার্থে নিমিত্ত হয়েছে, সেইজন্য তারা তাদের হিসেবের খাতায় বিশেষভাবে সঞ্চয় করেছে l মরিশাস, নাইরোবি, আমেরিকা এক্সাম্পল তৈরি হচ্ছে, আর এই এক্সাম্পল'রা প্রত্যক্ষতার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সহযোগী হবে l যারা আমেরিকা থেকে আগত তারাও কম করেনি l একেকটা ছোট ছোট স্থানও উদ্যম-উদ্দীপনার সাথে তাদের শক্তি অনুযায়ী অনেক বেশি করেছে l বিদেশে এখনও খ্রিস্টান রাজ্যের মেজরিটি l এখন যদিও সেই শক্তিক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু তারা তাদের ধর্ম তো ছাড়েনি l তারা চার্চে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে l চার্চ ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু ধর্ম ছাড়েনি, সেইজন্য ওখানে পোপও রাজার সমান l তুমি রাজার কাছে পৌঁছালে প্রজাদেরও স্বতঃই তোমার প্রতি রিগার্ড থাকে l কট্টরপন্থী খ্রিস্টানদের জন্যও এটা ভালো এক্সাম্পল l খ্রিস্টানদের জন্য এক্সাম্পল নিমিত্ত হবে l কৃষ্ণ আর ক্রিশ্চিয়ান-এর (খ্রিস্টান) মধ্যে কানেকশন আছে, তাই না ! ভারতের বাতাবরণ তবুও আলাদা ব্যাপার ; সিকিউরিটি ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনেক উদ্বেগ আছে l যাই হোক, তিনি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন সেটা ভালো l রয়্যালটির সাথে টাইম দাও, বিধিপূর্বক সাক্ষাতের নিজস্ব একটা প্রভাব পড়ে l এটা দেখায় যে সময় এখন কাছে আসছে l

বিদেশ হিসেবে লন্ডনেও সংখ্যা খুব ভালো আর মুরলীর প্রতি তাদের বিশেষ ভালোবাসা আছে, পাঠের প্রতি অনুরাগী, এটাই ফাউন্ডেশন l এতে লন্ডন নম্বর ওয়ান l যা কিছু হয়ে যাক, তারা কখনও ক্লাস মিস করে না l ভোর চারটের যোগ আর ক্লাসের মহত্ব লন্ডনে সবচেয়ে বেশি l এরও কারণ স্নেহ l স্নেহই সবাইকে টেনে নিয়ে আসে l বাতাবরণ শক্তিশালী বানাতে তোমরা খুব ভালো অ্যাটেনশন দাও l যেমনই হোক, দূরদেশে বায়ুমন্ডলকেই সহায় মনে করে, তা' সেবাকেন্দ্রেরই হোক বা তাদের নিজেদের l যদি সামান্য কোন ব্যাপারও হয়, তৎক্ষণাৎ নিজেকে চেক করে বাতাবরণ শক্তিশালী বানানোর প্রকৃত চেষ্টা করে l ওখানে বাতাবরণ পাওয়ারফুল বানানোর লক্ষ্য খুব ভালো l তুচ্ছ বিষয়ে বাতাবরণ খারাপ করে না l তারা মনে করে বাতাবরণ শক্তিশালী না হলে তবে সেবাতেও সফলতা লাভ হবে না, সেইজন্য এই ক্ষেত্রেও তারা খুব ভালো অ্যাটেনশন রাখে, নিজের পুরুষার্থেরও আর সেন্টারের বাতাবরণেরও l সাহস আর উদ্যম বজায় রাখতে তারা কেউ কম নয় l

যেখানেই তোমরা কদম রাখ সেখানে ব্রাহ্মণদেরও অবশ্য বিশেষ প্রাপ্তি হয় আর দেশেরও হয় l তারা সন্দেশও (বার্তা) লাভ করে আর ব্রাহ্মণদের বিশেষ শক্তিও বাড়ে আর পালনাও লাভ হয় l সাকার রূপে বিশেষ লালন-পালন লাভ করে সবাই খুশি হয় এবং সেই খুশিতে সেবাতে তোমরা অগ্রচালিত হও আর সাফল্য লাভ হয় l যারা দূর দেশবাসী তাদের জন্য প্রতিপালন আবশ্যক l পরিপোষিত হয়ে তারা ওড়ে l যারা মধুবনে আসতে পারে না তারা সেখানে বসে মধুবনের অনুভব করে l যেমন, এখানে স্বর্গের আর সঙ্গমযুগের আনন্দ দুইই অনুভব করে, সেইজন্য ড্রামা অনুসারে বিদেশে যাওয়ার যে পার্ট তৈরি হয়েছে তা' আবশ্যক এবং তা'তে সফলতাও আছে l বিদেশের প্রত্যেক বাচ্চা যেন নিজের নিজের নামে সেবার জন্য বিশেষ অভিনন্দন এবং সেবার সফলতার জন্য বিশেষ রিটার্ণ রূপে স্মরণ-স্নেহ স্বীকার করে l প্রত্যেক বাচ্চা বাবার সামনে l প্রতিটা দেশ থেকে প্রত্যেক বাচ্চা নয়ন সমুখে আসছে l প্রত্যেককে বাপদাদা স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন l আসার জন্য যে বাচ্চারা মরিয়া তাদের চমৎকারিত্ব দেখে বাপদাদা সদা বাচ্চাদের ওপরে স্নেহের পুষ্পবৃষ্টি করেন l তাদের বুদ্ধিবল কতো প্রখর ! তাদের আলাদা কোনও বিমান নেই, সেইজন্য বুদ্ধিরূপী বিমান তেজোবান l তাদের বুদ্ধিবলের প্রতি বাপদাদাও পুলকিত হন l প্রত্যেক স্থানের নিজস্ব বিশেষত্ব আছে l সিন্ধ্রিগণও এখন কাছে আসছে l যা কিছু আদি তার সমাপ্তি অবশ্যম্ভাবী l

আমাদের সম্পর্কে যারা এই ভ্রান্ত ধারণায় ছিল যে এরা সোশ্যাল ওয়ার্ক করে না, এই পদযাত্রা দেখে তাদের ভ্রান্তির নিরসন হয়েছে l এখন আবর্তনের প্রস্তুতি ত্বরিতগতিতে চলছে l

দিল্লীবাসীও পদযাত্রীদের আহ্বান করছে, এত ব্রাহ্মণ তাদের ঘরে আসবে ! এইরকম ব্রাহ্মণ অতিথি তো ভাগ্যবানের কাছেই

আসে l দিল্লিতে সবার অধিকার l অধিকারীদের অতিথিসেবা তো দিতে হবে l দিল্লি থেকেই তোমার নাম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে l তোমরা অবশ্য নিজের নিজের এরিয়াতে সবকিছুই করছ, কিন্তু দেশ-বিদেশে তো দিল্লিরই টি.ভি ., রেডিও নিমিত্ত হবে l

দিদি নির্মলাশান্তাজীর সাথে :- এই চিহ্ন আদি রত্নদের, 'হাঁ জী'র পাঠ অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকার পাঠ নিরন্তর স্মরণ ক'রে শরীরকে শক্তি দিয়ে এখানে পৌঁছে গেছ l আদি রত্নদের এটা ন্যাচারাল সংস্কার l কখনও 'না' করেনা l সদাসর্বদা 'হাঁ জী' বলো l আর এই 'হাঁ জী'ই তোমাকে সর্বাধিনেত্রী (বড় হুজুর) বানিয়েছে, সেইজন্য বাপদাদাও খুশি হন l বাবাও 'হিম্মতে বচ্চি'কে অর্থাৎ বাবাও তাঁর বাচ্চার ইচ্ছাশক্তির সহায় হয়ে স্নেহ-মিলনের ফল দিয়েছেন l

দাদীজীকে :- সবাইকে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভিনন্দন দেবে l আর সদা খুশির দোলায় দুলে খুশির সাথে প্রত্যক্ষতার একাগ্রতায় তুমি অগ্রচালিত হতে থাক, সেই কারণে শুদ্ধ শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের জন্য সকলকে অভিনন্দন l চার্লি এবং কেন এঁদের দ্বারা প্রথম ফলের যে গ্রুপ বেরিয়েছিল, তারা খুব ভালো রিটার্ণ দিচ্ছে l নিরহঙ্কারিতা, নির্মাণের কার্য সহজ করে l যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ নিরহঙ্কারী না হয়, ততক্ষণ কেউ নির্মাণ করতে পারে না l এই পরিবর্তন খুব ভালো l সবাইকে শোনা আর অন্তর্লীন করা, এবং সবাইকে স্নেহ দেওয়া, এটা সফলতার আধার l তুমি খুব ভালো প্রোগ্রেস (উন্নতি) করেছ l নতুন পান্ডবরাও ভালো পরিশ্রম করেছে l তুমি নিজের মধ্যে ভালো পরিবর্তন এনেছ l চারিদিকে খুব ভালো বৃদ্ধি হচ্ছে l এখন আরও নতুনত্বের জন্য প্ল্যান বানাও l সবার পরিশ্রমের রেজাল্ট হিসেবে এত ফল বেরিয়েছে, আগে যারা কোনকিছু শুনতে নারাজ ছিল, তারা কাছে এসে ব্রাহ্মণ আত্মা হচ্ছে l

এখন প্রত্যক্ষতার জন্য সেবার কোনও নতুন সাধন হবে l ব্রাহ্মণদের সংগঠনও ভালো l সেবা এখন বৃদ্ধির দিকে এগোচ্ছে l একবার বৃদ্ধি শুরু হয়ে গেলে তখন সে তরঙ্গ অব্যাহত থাকবে l আচ্ছা l

বরদানঃ- সংগঠনরূপী কেল্লাকে মজবুত বানিয়ে সকলের স্নেহী, সন্তুষ্ট আত্মা ভব*

সাংগঠনিক শক্তি এক বিশেষ শক্তি l ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের কেল্লাকে কেউ নড়াতে পারে না l কিন্তু এর আধার পরস্পরের প্রতি স্নেহী হয়ে সবাইকে রিগার্ড দেওয়া আর স্বয়ং সন্তুষ্টতা বজায় রেখে সবাইকে সন্তুষ্ট করা l কেউ যেন ডিস্টার্ব না হয় আর কেউ যেন তোমাদের ডিস্টার্ব না করে l সবাই তোমরা একে অন্যকে শুভ কামনা আর শুভ ভাবনার সহযোগ দিতে থাক, এই সাংগঠনিক শক্তিই বিজয়ের বিশেষ আধার স্বরূপ l

স্লোগানঃ- যখন তোমাদের সর্বকর্ম যথার্থ আর যুক্তিযুক্ত হবে, তখনই তোমাদের বলা হবে পবিত্র আত্মা l*

অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য এই অব্যক্ত মাসে বিশেষ হোমওয়ার্ক

যেমন, ব্রহ্মাবাবা বিশ্বাসের আধারে, আধ্যাত্মিক (রুহানী) নেশার আধারে, নিশ্চিত ভবিতব্যের জ্ঞাতা হয়ে সেকেন্ডে সবকিছু সময়োপযোগী করেছেন l তিনি কোনকিছুই নিজের জন্য রাখেননি l সুতরাং স্নেহের লক্ষণ - সবকিছু সফল করো l সময়োপযোগী করে তোলার অর্থ শ্রেষ্ঠ অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করা l